কিউবা ও এবারের জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন

সুব্রত বিশ্বাস

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর কিউবার হাভানায় জোট নিরপেক্ষ দেশ সমূহের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এবারে জোটভুক্ত ১১৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারী প্রতিনিধি যোগদান করেন। এছাড়া সমস্ত পৃথিবী থেকে এক হাজারের বেশী সাংবাদিক হাভানায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

দেশটি এবং তার রাষ্ট্রনায়ক সম্পর্কে তাবৎ দুনিয়ার কৌতুহলের শেষ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমস্ত পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের ধ্বস নামলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরত্বের অবস্থানে সগৌরবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অনমনীয় অবস্থান বলবৎ রেখে সাম্যবাদের পতাকা সমুন্নত আছে। চার যুগেরও অধিক সময় ধরে প্রতিনিয়ত সাম্রাজ্যবাদের সক্রীয় খড়গ্হস্ত অবধারিত জেনে এবং অর্থনৈতিক অবরোধ উপেক্ষা করে দেশটি ঠিকে আছে। এইতো সেদিনও দেখা গেল দেশটির রাষ্ট্রনায়কের আকস্মিক অসুস্থতার অনুপস্থিতিতে মৃত্যু কল্পনা করে সেম্পেইন পার্টির কি অশ্লীল আনন্দ উৎসব হয়ে গেল। ১৬ই সেপ্টেম্বর হাভানায় ১১৮ জাতির যে সম্মেলন হয়ে গেল তাতে নিশ্চয়ই কিউবা ও তার রাষ্ট্রনায়কের প্রতি দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষ ও দেশের গভীর শ্রদ্ধা ও সমর্থনের পরিচয় বহন করে। অথচ কথিত স্বৈরাচারী শাসন উৎখাত ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাত তুলে দেশটির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য নগ্ন হস্তক্ষেপের উস্কানী লক্ষ্য করা গেছে। এমনকি সেজন্য বাজেটও তৈরা করা হয়। বলাবাহুল্য আজকের ইরাকও তো এই পথেরই শিকার। এবং নতুন করে একই আচরণ ইরান, সিরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে।

অনেকের ধারণা ছিল এতবড় একটা সম্মেলন করতে নিশ্চয়ই কিউবা হিমশিম খাবে। কারণ কিউবার না আছে এতবড় আকারের কাঠামো, আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাঁচতারা হোটেলের সংখ্যাও হাতে গোনা। এব্যাপারে অংশ গ্রহনকারী বিভিন্ন সাংবাদিক তার চিত্র তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সাংবাদিক নারয়ণ দত্ত বলছেন- হাভানায় পৌছে বিভিন্ন সাংবাদিকরা বলেছেন, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন হতো যে, ন্যাম কেন এরচেয়েও বড় রকমের কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভালভাবেই করার ক্ষমতা রাখে কিউবা। নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়ন ব্যবস্থায় কোথাও খুঁত রাখেনি কিউবান সরকারী কর্তৃপক্ষ। ন্যাম সম্মেলন উপলক্ষে তৈরী আন্তর্জাতিক মিডিয়া সেন্টারে সবচেয়ে আধুনিক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সাংবাদিকদের জন্য।

নারায়ণ দত্ত লিখেছেন, ১৬ তারিখ পৌছে দেখলাম, কিউবার টিভির পর্দায় ভেসে উঠছে লাখো মানুষের হাতে কিউবার জাতীয় পতাকা, কণ্ঠে স্পেনিশ গর্জন। তারই সঙ্গে পর্দায় ভেসে উঠছে ইংরেজী ভাষায় শ্লোগান "বুশ উই চার্জ ইউ, উই চার্জ আমেরিকা।" লাখো জনতার মাঝে ফিদেল কেস্ত্রো। শ্লোগানে শ্লোগানে আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠলো জনতার ঢেউ। নাচে গানে মাতিয়ে উঠলো বাঁধভাঙ্গা জোঁয়ার তাদের ফিদেলকে পেয়ে। কখনো গ্রামে, কখনো শহরে, কখনো ভাষণ দিচ্ছেন, কখনও স্কুলের বাচ্চাদের সাথে খেলা করছেন, কখনো বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান কিংবা অতিথিদের সঙ্গে। আকাশ কাপানো ফিদেলের ভাষণ এসব ভেসে উঠছে টিভির পর্দায়। কখনো সরকারী কাজে কিংবা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে ব্যস্ত। কখনো মার্কিন বিরোধী বিশাল সমাবেশে মানুষের সঙ্গে মিছিলে পায়ে হেটে চলছেন। পাশে ভাই রাউলও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ এটাই বুঝানো হচ্ছে কেউ কারো থেকে আলাদা নন। পার্টি এক, কিউবা এক এবং ফিদেল রাউল এক। কখনো ইংরেজীতে ভেসে উঠছে ভিভা, ইয়েস ফর কিউবা। কিউবা ইজ নট অ্যালোন। কিউবা ইয়েস ব্লকেড নো ইত্যাদি।

এখন ন্যাম সম্মেলন তাই শহরে সাজগোজ বেশী। সমস্ত শহর ছোট বড় পোষ্টার আর জাতীয় পতাকায় শোভিত হচ্ছে। অধিকাংশ দখল করে আছে মার্কিন বিরোধী শ্লোগান আর তাদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আরো রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিজ্ঞানে কিউবার এগিয়ে থাকার ঘোষণা। সবই স্পেনিশ ভাষায়। বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে হিটলার -বুশের ব্যঙ্গ চিত্র, তার পাশে রয়েছে লুই প্রসাদার ছবি। প্রসাদাকে সন্ত্রাসবাদী মনে করে কিউবা। কিউবার একটি যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসে অভিযুক্ত এই প্রসাদা। বর্তমানে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছেন। কিউবার মতে এটা বেআইনী। বিচারের জন্য তুলে দেয়া হোক কিউবার হাতে। কিউবার সর্বত্র এজাতীয় ছবির ছড়াছড়ি।

শহরের রাস্তাঘাট সর্বত্র ছিমছাম। পশ্চিমী দেশের মতো অত চাকচিক্য নেই। তবে সব জায়গা সাজানো গোছানো। রাস্তার দু'ধারে সবুজের মেলা, দু'দিকের রাস্তার মাঝে অধিকাংশ স্থানে পার্কের মতো বসার জায়গা রয়েছে। ছেলেমেয়েরা সকাল-বিকেল খেলা করে, কোলাহলে মাতিয়ে রাখে। বুড়োবুড়িরা বসে গল্প করে। রাস্তার পাশে সমুদ্রের ধারে বাঁধানো জায়গা, ছেলেমেয়েরা বসে গল্প করছে, কেউ আবার ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। সমুদ্রের ধারে এই দৃশ্য সর্বত্র। শহরের মাঝখানে আকাশচুম্বী ভবন। সেখানে রয়েছে অফিস আদালত ও বাণিজ্য কেন্দ্র। কিন্তু কিউবার মানুষের জন্য যেসব বাড়ী রয়েছে সেসব বাড়ী আকারে দু'তিন তলার বেশি নয়।

কিউবানরা রঙ-বেরঙের পোশাক পরতে ভাল বাসেন। বিশেষ করে মেয়েদের সাজগোজ দেখার মতো। বিকেলের দিকে বাড়ীর বারান্দায় সবাই মিলে আলাপ চারিতায় মগ্ন। সেখানে পোশাকের বাহারি লক্ষ্য করার মতো। এত কিছুর পরও উকি দেবে, চার যুগেরও বেশী মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের মুখে এই অবস্থা কেমন করে হলো? কিউবানদের সাজপোশাক, তাদের হাসিখুশি ভাব, প্রাণের সজীবতা, উজ্জ্বলতা কোন কিছুকেই যেন অর্থনৈতিক অবরোধ স্পর্শ করতে পারেনি। কিউবানদের দেখে মনেই হবেনা এই দেশের কোথাও দুঃখ আছে, দরিদ্র আছে। এখানে অনাহার নেই, নেই মানুষের কর্মহীনতা। তারা কাজ করছে, গল্প করছে, উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে, হেসে গড়িয়ে পড়ছে। সর্বক্ষণ প্রাণ চাঞ্চলতায় ভরপুর। লোক দেখানো নয় এটাই সত্যি, এটাই বাস্তবতা। কিউবায় না এলে বোধ হয় এই জীবন যুদ্ধের লড়াই এবং কিউবার মানুষের জয়ের স্বাদ প্রত্যক্ষ করা থেকে বঞ্চিত হতাম। আর এ লড়াইয়ের অফুরন্ত জীবনী শক্তি তারা পেয়েছে কিউবার কমিউনিষ্ট পার্টির কাছ থেকে।

চর্তুদশ জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেননি ফিদেল ক্যাস্ত্রো। কিন্তু প্রথা মেনে ফিদেলকেই নির্বাচিত করা হলো পরবর্তী জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চেয়ারম্যান। ফিদেলের বদলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাউল ক্যাস্ত্রো।

রাউল বললেন, ফিদেলকেই আমরা সবাই চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি আসতে পারেননি। কমরেড ফিদেল আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই বলেই শুরু করেন রাউল। প্রথম দিকে প্রত্যক্ষ উল্লেখ না করে পরে নাম ধরেই রাউল দাবী তুললেন, আদিপত্য মোকাবেলায় রাষ্ট্র সংঘের সংস্কার চাই। যেকোন অজুহাতে আমেরিকা আগ্রাসন চালাবে তা হতে দেয়া যায়না। সেজন্য চাই নতুন আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থা। তিনি বলেন বিশ্বের অধিকাংশ দেশই এই আগ্রাসনের শিকার। এই আগ্রাসনের আসল লক্ষ্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, গনতন্ত্র, দুর্বৃত্তরাষ্ট্র ইত্যাদি অজুহাত তুলে বিপদ আরো বেড়ে গেছে। কিউবা ৪৫ বছর ধরে এই চাপ রুখছে। রাউল বলেন অবাধ বাণিজ্য একটি ধাপ্পা মাত্র। আসলে ধনী দেশগুলোর স্বার্থে বিশ্ব বানিজ্য। তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ব্যাখ্যা করে বলেন আজকের জোট নিরপেক্ষতার অর্থ হলো দক্ষিণের দেশ গুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর অধিকার।

উদ্বোধনী ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, আঞ্চলিক সীমান্ত একান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তবে আরও তার সাম্যমূলক ও সমতা মূলক বন্টন চাই। তিনি বলেন ধর্মীয় বিভাজনে ন্যাম বোঝাপড়ার সেতু হিসাবে কাজ করুক। সভ্যতার সংঘর্ষের বদলে সভ্যতার মিলন হোক। এপ্রসঙ্গে মনমোহন সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করার দ্বিধাহীন ঘোষণা করতে হবে বলে বলেন। মনমোহন দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাস্ত্রো সাথে তার ৪৫ মিনিট সাক্ষতকারের প্রতিক্রিয়া বর্ণনায় বলেছেন, ক্যাস্ত্রো বিশ্বের মহান নেতাদের অন্যতম। ভারতের সঞ্চয়ের হার কিউবার সঞ্চয়ের হার নিয়ে বহু কথা বলেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা তুলে বলেছেন-ইন্দিরা শুরু করেছিলেন কিন্তু পারলেন, না চলে গেলেন। আমি একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে তার অর্থনৈতিক আলোচনায় গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছি।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট থাবো মেবকি বহুপাক্ষিকতার পক্ষে জোরদার লড়াইয়ের কথা বলেন। থাবো মনমোহন আর অনেকে উদ্বোধনী সভায় বর্ক্তৃতা করলেও প্রকাশ্যে আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন উল্লেখ ছিলনা।

ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমেদিজাদ ও বেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট উগো সাভেজ প্রকাশ্যে আমেরিকাকে আক্রমন করেন। সাভেজ তার ভাষণে দেখিয়ে দিয়েছেন শক্তি নিরাপত্তা কিভাবে মার্কিন নীতির ফলে বিপন্ন। কিভাবে তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ লুন্টনের জন্য নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে পরিবেশ। সাভেজ দক্ষিণের ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব করে বলেন, তৃতীয় বিশ্বের পুঁজি জমা হচ্ছে অন্য জায়গায়। এই আদিপাত্য ভাংতেই হবে। কিভাবে আমেরিকা বেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তার বিশদ বিবরণ দিয়ে মনমোহন-মোশারফদের মতো মার্কিন বান্ধবদের অস্বস্তিতে ফেলেছিলেন। তিনি তার ভাষণ শেষ করেন ফিদেল ক্যাস্ত্রোর পরিচিত শ্লোগান, 'স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু' দিয়ে।

এবারের জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের ঘোষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-জোটভূক্ত উন্নয়নশীল দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটি সংবাদ মাধ্যম গড়ে তোলার পদক্ষেপ। ন্যামের বিদায়ী চেয়ারম্যান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবদুল্লা আহমদ বাদাউই জানান এবারে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর পক্ষ থেকে একটি বিকল্প সংবাদ মাধ্যম গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলোয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন, অগ্রগতির সংবাদ ঠিকমতো প্রতিফলিত হচ্ছেনা। এই দেশগুলোর সমস্যা নিয়ে অতিরঞ্জিত এমনকি বিকৃত সংবাদও পরিবেশিত হচ্ছে। তাছাড়া উন্নত দেশগুলোর সংবাদ মাধ্যম উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উপেক্ষার চোখে দেখে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর উদ্যোগে একটি পাল্টা সংবাদ সংস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে। বাদাউই আরো বলেন সংবাদ ও তথ্যের প্রবাহও প্রকৃতি উন্নত দেশগুলোর কয়েকটি সংবাদ সংস্থার নিয়ন্ত্রনে। তারা সংবাদের ওপর প্রধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

এই অবস্থা ভাঙ্গা দরকার। তিনি বলেন ২০০৭ সাল থেকে এ'টি চালু হবে। আপাতত সংবাদ সংস্থাটির সদর দপ্তর মালোয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে থাকবে।

বর্তমান বিশ্বে শক্তির ভারসাম্যহীনতায় আদিপত্যবাদের চরম আগ্রাসন চলছে। জোটনিরপেক্ষ দেশ সমূহের অনেকের ভূমিকা যেকোন কারণে আগের মত স্পষ্ট ও জোরালো নয়। তথাপি শক্তি ও জনসংখ্যার তুলনায় দুর্বল অনেক দেশের ভূমিকা জোটকে সঠিক ও সময়োপযোগী সাহসী পদক্ষেপ নিতে শক্তি যোগাচ্ছে। এমনকি বর্তমানে অতীতের অনেকের সঠিক ও কঠিন সিদ্ধান্তের ভূমিকায় বর্তমানে তাদের অস্পষ্ট ও দ্বিধান্বিতায় লজ্জা ও বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। এই অবস্থায়ও বিশ্বশান্তি, বিশ্ব সভ্যতা, বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত নিয়ে যৌথ ঘোষণা গৃহীত হয়েছে।

যৌথ ঘোষণায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমানবিক শক্তি নিয়ে গবেষণা, এই শক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনের পূর্ণ অধিকার আছে প্রতিটি দেশের। এব্যাপারে কোন বৈষম্য চলবেনা। ১১৮ দেশের শীর্ষ নেতাদের দু'দিনের বৈঠকে গৃহীত ঘোষণাপত্রে এই অলঙ্ঘনীয় অধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষণাপত্রে সন্ত্রাসবাদের সার্বিক বিরোধিতা করে বলা হয়েছে, যে আকারেই আসুক না কেন, কিংবা যেভাবেই এই প্রকাশ ঘটুক না কেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এবং বলা হয়েছে এক-দেশীয় আধিপত্যবাদের এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ববাদ চাপানোর যে কোন প্রচেষ্টার নিন্দা করছে। চুড়ান্ত দলিলে তালিবানসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কার্যকলাপে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে আরো বলা হয়েছে সন্তাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিভিন্ন দেশের প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসবাদ ও সন্তাসীদের কোনো কোনো দেশ সমর্থন, সুরক্ষা দেওয়ায় এবং তাদের আশ্রয় দেওয়ায়। একই সঙ্গে ন্যামের ঘোষণাপত্রে বিভিন্ন দেশকে "ভালো এবং মন্দ" আখ্যা দেওয়ার নিন্দা করা হয়েছে। পারমাণবিক হুমকিসহ আগাম আক্রমণের নীতিরও তীব্র নিন্দা করেছে ন্যাম। এছাড়া রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে আরো গণতান্ত্রিক, আরো প্রতিনিধিত্বমূলক, আরো জবাবদিহিমূলক এবং আরো কার্যকর করার দাবি জানানো হয়েছে সদ্যসমাপ্ত ন্যাম শীর্ষ বৈঠকের দলিলে।

৯/২৯/০৬
এস্টরিয়া।